المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

# হজ্জ উমরাহ্ ও মসজিদে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

## যিয়ারতের নির্দেশিকা

সংকলনে

হজ্জ বিষয়ক ইসলামী জ্ঞানদান সংস্থা

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ

ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ক সংস্থা রিয়াদ

১৪২৮ হিজরী

# হজ্জ উমরাহ্ ও মসজিদে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

## যিয়ারতের নির্দেশিকা

সংকলনে

হজ্জ বিষয়ক ইসলামী জ্ঞানদান সংস্থা

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়:
ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ক সংস্থা রিয়াদ
১৪২৮ হিজরী

ح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هيئة التوعية الإسلامية في الحج دليل الحاج والمعتمر.- الرياض ، ١٤٢٥هـ

١٢٠ ص، ١٠,٥ × ١٣ سم

ردمك: ٥ - ٣٦٤ - ٢٩ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الحج ٢- العمرة أ- العنوان

ديوي ٢٥٢,٥ ٢٢/٣١٠٨

رقم الإيداع: ٢٢/٣١٠٨

ردمـك: ٥ - ٣٦٤ - ٢٩ - ٩٩٦٠

الطبعـة الثانيـة والعشـرون

١٤٢٨هـ

# সূচী-পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্‌র উপর বর্ষিত হোক যার পরে আর কোন নবী নেই, আরো বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবাবৃন্দের উপর।

হজ্জ বিষয়ক ইসলামী জ্ঞানদান সংস্থা আল্লাহর সম্মানিত ঘরের হাজীদের খেদমতে এই ক্ষুদ্র নির্দেশিকাটি পেশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছে। হজ্জ ও উমরার কিছু আহ্‌কাম এতে রয়েছে। এর সূচনায় এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত আমরা পেশ করেছি, যা দ্বারা আমরা

প্রথমতঃ নিজেদেরকে এবং তারপর হাজীসাহেবদেরকে উপদেশ প্রদান করছি। কেননা মহান আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۝٣ ﴾[العصر: ٣]

অর্থাৎ তারা পরস্পরে সত্যনিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে থাকে।

অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ﴾ [المائدة: ٢]

অর্থাৎ সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপকাজ ও সীমালংঘনে নয়।

হাজী ভাইগণ!

আমরা আশা করি হজ্জের আহ্‌কামগুলো অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে এ নির্দেশিকাটি আগ্রহের সাথে আপনারা পাঠ করবেন, যাতে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ পালন করতে সক্ষম হন। আল্লাহ্‌ চাহেত হজ্জ সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যার সমাধান আপনারা এতে খুঁজে পাবেন। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সকলের জন্য মাকবুল হজ্জ, নন্দিত চেষ্টা এবং গ্রহণযোগ্য সৎ আমলের জন্য সবিনয় প্রার্থনা জানাই।

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

# গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

সম্মানিত হাজিসাহেবগণ!

আমরা এজন্য মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যে, তিনি আপনাদেরকে তার গৃহের হজ্জ পালনের তাওফীক প্রদান করেছেন। আমরা তার দরবারে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সৎ আমলসমূহ কবুল করেন এবং সকলকে বহুগুন বর্ধিতহারে সাওয়াব প্রদান করেন। নিম্নোক্ত উপদেশাবলী আপনাদের খেদমতে পেশ করছি, আশা করি আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের হজ্জকে গ্রহণযোগ্য করে আমাদের প্রচেষ্টাকে অনুগ্রহপূর্বক কবুল করবেন।

১. স্মর্তব্য যে, আপনারা এক বরকতসমৃদ্ধ সফরে রয়েছেন যা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, তাঁর প্রতি

এখলাস (ঐকান্তিক নিষ্ঠা), তাঁর আহ্বানে উপস্থিতি, তাঁর আনুগত্য ও সওয়াব লাভের আশা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উপর স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, মাকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত।

২. আপনারা সতর্ক থাকুন, যাতে করে শয়তান আপনাদের মাঝে ঢুকে না পড়ে। কেননা সে এমন শত্রু যে আক্রমণের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে ভালবাসা ও মিত্রতা স্থাপন করুন এবং বিবাদ বিসংবাদ ও আল্লাহ্র নাফরমানী করা হতে বিরত থাকুন। আপনারা জেনে রাখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে,অন্য ভ্রাতার জন্য তাই পছন্দ করে।

৩. আপনারা যখনই হজ্জ ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখনই তার সমাধানকল্পে কোন উপযুক্ত আলেমের শরণাপন্ন হবেন, যাতে করে উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ

﴿ فَسْئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء:٧]

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয় বিদ্বানদের নিকট হতে জেনে নাও।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান,তাকে দ্বীনের জ্ঞান ও সমঝ্ দান করেন।

৪. জেনে রাখুন, আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর কতিপয় কাজ ফরয আর কতিপয় কাজকে সুন্নাতরূপে নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্র বিধান হচ্ছে তিনি ফরয বিনষ্টকারী ব্যক্তির সুন্নাত আমলকে কবুল করেন না। অনেক হাজীসাহেব এ তথ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা, তাওয়াফকালীন রামল করা (দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটা), মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সামায আদায় করা ও জমজমের পানি পান করার উদ্দেশ্যে ভীড় সৃষ্টি করে ঈমানদার নরনারীকে কষ্ট

দিয়ে থাকেন। অথচ এগুলো সুন্নাত, পক্ষান্তরে মুমেনগণকে কষ্ট দেয়া হারাম। অতএব সুন্নাত পালন করতে গিয়ে কি করে হারাম কাজকে প্রশ্রয় দেয়া যেতে পারে? সুতরাং পরস্পরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে নির্ধারিত সাওয়াব ও মহৎ পূণ্য দান করবেন। এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বলতে চাই :-

(ক) কোন মুসলিম পুরুষের জন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন, কোন মহিলার পাশে অথবা তার পেছনে দাঁড়িয়ে মসজিদে হারাম বা অন্য যে কোন মসজিদে নামাজ আদায় করা উচিৎ নয়। অবশ্য এ অবস্থা হতে বেঁচে থাকার সমর্থ না থাকলে অন্য কথা। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষের পেছনে নামায আদায় করা অপরিহার্য।

(খ) হারামে আসা-যাওয়ার পথে ও

দরজাসমূহের স্থানে নামায আদায় করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা এতে নিজের যেমন কষ্ট হয়, তেমনি পথচারীদেরকেও কষ্ট দেয়া হয়।

(গ) ভীড়ের সময় কাবা শরীফের পাশে উপবেশন করে বা নামায আদায় করতে গিয়ে অথবা হাজারে আসওয়াদ কিংবা হিজরে (ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক তৈরীকৃত কাবাঘরের পরিত্যক্ত অংশ) অথবা মাকামে ইবরাহীমের কাছে অবস্থান করতে গিয়ে তাওয়াফকারীদের তাওয়াফ পালনে বাধা সৃষ্টি করা জায়েজ নয়। কেননা এটা অন্তহীন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত আর মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা ফরয। সুতরাং সুন্নাত প্রতিষ্ঠাকল্পে ফরয কাজকে নষ্ট করা যাবে না। আর ভীড়ের সময় হাত দ্বারা হাজারে আসওয়াদের

দিকে ইশারা করতঃ 'আল্লাহু আকবার' বলাই যথেষ্ঠ। তাওয়াফ শেষে মাতাফ থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই নমনীয়তা বজায় রাখবেন।

(ঙ) তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী বরাবর পৌঁছলে সুন্নাত হলো ডানহাত দিয়ে তা স্পর্শ করা এবং 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলা। রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা শরীয়তসম্মত নয়। একে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে কোনরূপ ইশারা না করে এবং তাকবীর না বলে তাওয়াফের কাজ চালিয়ে যাবেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে তা প্রমানিত হয়নি। আর যখন রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছবেন তখন এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব :

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

পরিশেষে সকলকে আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য উপদেশ প্রদান করছি। কেননা আল্লাহ্ বলেন :

﴿ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾

[آل عمران: ١٣٢]

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং তার রাসূলের অনুগত হও,যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

# ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

জেনে রাখুন কতগুলো কাজ ইসলামকে বিনষ্ট করে দেয়। সেগুলোর মধ্যে যে দশটি কাজ পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়ে থাকে, তা থেকে সতর্ক থাকবেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম : ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :-

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ ﴾

[المائدة: ٧٢]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দেবেন।

দোযখই হবে তার ঠিকানা। অত্যাচারীদের জন্য কোন সহায়তাকারী নেই।

নিম্নলিখিত কার্যাবলী আল্লাহ্র ইবাদতে অন্যকে শরীক করার অন্তর্ভুক্ত। যথা : মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা, তাদের কাছে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য সাহায্য কামনা করা এবং তাদের নামে মান্নত ও কুরবানী করা।

দ্বিতীয় : যারা নিজেদের ও আল্লাহ্র মধ্যে এমন মাধ্যম সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আহ্বান করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়।

তৃতীয় : যারা মুশরিকগণকে কাফের মনে করে না বা তাদের কুফুরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে, তারা কাফির হয়ে যায়।

চতুর্থ : যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ অপেক্ষা অন্যের আদর্শ অধিকতর পরিপূর্ণ ও উন্নততর, অথবা যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুকুমের চেয়ে অন্যের হুকুমকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে ঐসব লোকদের ন্যায় যারা তাঁর হুকুমের উপর তাগুতের হুকুমকে প্রাধান্য দেয়, সে ব্যক্তি কাফির। এ জাতীয় কুফুরীর উদাহরণ :

(ক) মানব রচিত বিধান ও আইন কানুন ইসলামী শরীয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা, অথবা একথা মনে করা যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান যুগোপযোগী নয়, অথবা মনে করা যে, একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ, অথবা মনে করা যে, ধর্ম সৃষ্টিকর্তা প্রভু ও মানুষের মধ্যকার একটি ব্যক্তিগত

ব্যাপার - জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(খ) আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক চোরের হাত কাটা অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার ন্যায় ইসলামী শাস্তিসমূহ আধুনিক কালের উপযোগী নয়, এরূপ ধারণা পোষণ করাা।

(গ) এই আকীদা পোষণ করা যে, শরয়ী ব্যাপারে অথবা হুদুদ তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান ছাড়া অন্য আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করা জায়েয, যদিও সে এরূপ বিশ্বাস করে না যে, তার এই ফয়সালা শরয়ী বিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কেননা এর ফলে কখনো কখনো সে এমন বস্তুকে হালাল করে নিবে যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর যারা নিশ্চিত হারাম বস্তু যেমন যেনা, শরাব, সুদ ও

আল্লাহ্‌র আইন ব্যতিরেকে অন্য আইনের হুকুম অনুসরণ ইত্যাদিকে হালাল করে নেয়, তারা কাফির হয়ে যায় এতে সকল মুসলমান একমত।

পঞ্চম : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত শরয়ী বিধানের কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি কাফির, যদিও সে উক্ত বিধানের উপর আমল করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾ [محمد:٩]

অর্থাৎ এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

ষষ্ঠ : আল্লাহ্ , তাঁর অবতারিত গ্রন্থ, তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অথবা দ্বীনের কোন কিছুর প্রতি যে ব্যক্তি বিদ্রূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

﴿ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

অর্থাৎ আপনি বলুন, তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূল সম্মন্ধে ? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার পর কুফুরী করে বসেছ।

সপ্তম : যাদু, চাই তা দ্বারা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা হোক, যেমন কোন মানুষকে যাদুর দ্বারা তার প্রেয়সী স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন করা। অথবা তা দ্বারা

আকর্ষণ সৃষ্টি করা, যেমন শয়তানী মন্ত্রণা দ্বারা অপছন্দনীয় কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা সম্পাদন করে অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকে, সে আল্লাহ্‌র কালাম অনুযায়ী কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ [البقرة:١٠٢]

অর্থাৎ তারা কাউকে কিছু শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই অবশ্য বলে দিত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফুরী করো না।

অষ্টম : মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকগণকে সাহায্য করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١]

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে তারা তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারী জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

নবম : যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিধান হতে বের হয়ে যাওয়া কোন কোন লোকের জন্য বৈধ, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى

ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ [آل عمران:٨٥]

অর্থাৎ কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনকে গ্রহণ করে নিতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।

দশম : আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অথবা যে সব বস্তু ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, সে সব বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে এবং তার উপর আমল না করে গাফিল থাকা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ [السجدة:٢٢]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী

দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা' হতে মুখ ফিরায়, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকি।

আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف:٣]

অর্থাৎ আর যারা কাফির তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

তামাশাচ্ছলে বা গুরুত্বের সাথে কিংবা ভয়ে যদি কেউ উল্লিখিত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের কোন একটি সম্পাদন করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। অবশ্য যদি জবরদস্তিমূলক কাউকে দিয়ে তা করানো হলে সে কাফির হবে না।

আল্লাহ্র কাছে তাঁর ক্রোধের কারণসমূহ ও মর্মান্তিক শাস্তি থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## হজ্জ ও উমরাহ্ আদায়ের পদ্ধতি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারতের নিয়মাবলী

মুসলিম ভদ্রমহোদয়!

হজ্জ তিন প্রকার : (১) তামাত্তু (২) ক্বিরান ও (৩) ইফরাদ।

• **হজ্জে তামাত্তু** ঃ- হজ্জের মাসসমূহ তথা শাওয়াল মাসের শুরু থেকে জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের ফজরের ওয়াক্তের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উমরাহের ইহ্রাম বেঁধে উমরাহের কাজ সম্পূর্ণ করা, অতঃপর ঐ বছরই তারবিয়ার দিন (জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে) মক্কা বা তার পার্শ্ববর্তী কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা।

• **হজ্জে ক্বিরান** ঃ- এটা দুভাবে হতে পারে :

(ক) একই সাথে হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ ও

উমরাহের ইহরাম বাঁধা। এই জাতীয় হজ্জের নিয়তকারী কোরবানীর দিন ছাড়া হজ্জ ও উমরাহ হতে হালাল হবে না।

(খ) হজ্জের মাসসমূহে উমরাহের ইহরাম বেঁধে তারপর উমরাহের তাওয়াফ শুরু করার পুর্বে হজ্জকে উমরাহের সঙ্গে শামিল করবে।

● **হজ্জে ইফরাদ** ঃ- হজ্জের মাসসমূহে মীকাত হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধা, বা হাজীসাহেব যদি মীকাতের সীমানার ভেতরে অবস্থান করেন, তাহলে তার বাসগৃহ থেকে ইহরাম বাঁধা, অথবা তিনি মক্কায় অবস্থানকারী হলে মক্কা হতে ইহরাম বাঁধা। অতঃপর যদি তার সাথে 'হাদী' (ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জের ওয়াজিব দম) থাকে, তাহলে ইহরাম অবস্থায় কুরবানীর দিন পর্যন্ত থাকবে। আর যদি তার সাথে হাদীর জানোয়ার না থাকে, তবে তার জন্য হজ্জকে

উমরায় রূপান্তরিত করা বৈধ, যাতে সে তামাত্তু হজ্জকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সায়ী এবং মাথার চুল, ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উল্লিখিত কারণে হজ্জে ক্বিরানের নিয়তকারীর সাথে যদি হাদী না থাকে, তাহলে তার জন্য হজ্জে ক্বিরানের নিয়ত ভঙ্গ করতঃ উমরাহের নিয়ত করা শরীয়তসম্মত। যার সাথে হাদী না থাকে,তার জন্য তামাত্তু হজ্জ উত্তম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে এ ভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে এ বিষয়ে তাকিদও দিয়েছেন।

## উমরাহের বিবরণ

(১) মীকাতে পৌঁছার পর আপনার জন্য সুন্নাত হলো পরিষ্কার হয়ে গোসল করা এবং ইহরামের কাপড় ব্যতীত শরীরের অন্যত্র সুগন্ধী ব্যবহার করা। অতঃপর ইহরামের কাপড় লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবেন। লুঙ্গি ও চাদর উভয়ই সাদা হওয়া উত্তম। আর মেয়েরা যে কোন কাপড় পরিধান করতে পারবে। তবে তা যেন সৌন্দর্য প্রকাশক না হয় এবং পুরুষদের পোষাকের অনুরূপ ও কাফির নারীদের পোষাকের সদৃশ না হয়। তারপর উমরাহের ইহরামের নিয়ত করে বলবেন :

لَـبَّيْكَ عُمْـرَةً لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থাৎ উমরাহের জন্য আমি তোমার দরবারে

হাজির। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দ্বারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা ও নেয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার, তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।

উল্লিখিত দোয়া পুরুষ লোকেরা মুখে জোরে উচ্চারণ করবে, আর স্ত্রীলোকেরা চুপে চুপে বলবে। অতঃপর অধিক মাত্রায় তালবিয়া পড়বেন এবং যিকর- ইস্তেগফার করবেন।

(২) পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর সাতচক্কর কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করবেন। তাকবীর পড়ে হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদের নিকট গিয়ে শেষ করবেন। তাওয়াফ কালীন সময়ে ইচ্ছামত শরীয়তসম্মত যিক্‌র ও

দোয়া পাঠ করবেন। তবে তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের মধ্যে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত :

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর দোযখের অগ্নি থেকে আমাদের বাঁচান।

অতঃপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে কিছুটা দূরে হলেও নামায পড়বেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মসজিদের যে জায়গায় সম্ভব সেখানেই সামায পড়বেন।

এ তাওয়াফের মধ্যে পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো এদ্‌তেবা' করা অর্থাৎ গায়ের চাদরের মধ্যভাগকে ডান বোগলের নীচে দিয়ে দু'পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর রাখা। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করাও পুরুষদের জন্য সুন্নাত। রমল হলো ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা।

(৩) তারপর সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে আল্লাহ্‌র এ বাণী পাঠ করুন :

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

এরপর কা'বা শরীফকে সামনে রেখে প্রার্থনাকারীর ন্যায় দু' হাত উর্ধে তুলে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করে তিনবার তাকবীর পড়ুন। তিনবার করে দোয়া করা হচ্ছে সুন্নাত। অতঃপর তিনবার নিম্নোক্ত দোয়া পড়ুন :

لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَه أَنْجَزَ وَعْدَه وَنَصر عَبْدَه وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه.

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয় দিয়েছেন এবং তিনি একাই শত্রুকে পরাজিত

করেছেন।

এই দোয়ার কিয়দংশ পড়লেও কোন দোষ নেই। অতঃপর সাফা হতে নেমে সাতবার উমরাহের জন্য সায়ী করবেন। সায়ীকালীন সময়ে দু'সবুজ আলোর মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবেন এবং এর আগে ও পরে স্বাভাবিকভাবে চলবেন। এরপর মারওয়ার উপর আরোহণ করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন এবং সাফায় যেমনটি করেছেন এখানেও তেমনটি করেবেন।

তাওয়াফ ও সায়ীর জন্য কোন নির্দিষ্ট ওয়াজিব যিক্‌র নেই। বরং তাওয়াফ ও সায়ীকারী ব্যক্তি যিক্‌র, দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াতের যা তার জন্য সহজসাধ্য হবে, তা-ই পাঠ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব যিক্‌র ও দোয়া সাব্যস্ত রয়েছে,

তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(৪) সাঈ পূর্ণ করে মাথার চুল হলক করবেন অথবা ছোট করে ছেঁটে নেবেন। এভাবে আপনার উমরাহ্ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইহরামের কারণে ইতিপূর্বে যা হারাম ছিল, এক্ষণে তা হালাল হয়ে যাবে।

তামাত্তু হাজীর জন্য উত্তম হল উমরাহের পর চুল ছোট করে ছাঁটা যাতে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় হলক করতে পারে।

তামাত্তু ও ক্বিরান হজ্জ সম্পাদনকারীকে কুরবানীর দিন অবশ্যই হাদী ( হজ্জের ওয়াজিব দম) যবেহ করতে হবে। এ হাদী হতে পারে পূর্ণ একটি ছাগল, অথবা উট কিংবা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ। যদি কোন প্রকার পশু যবেহ করা সম্ভব না হয়, তবে আপনাকে দশ দিন রোযা রাখতে হবে।

তন্মধ্যে তিন দিন হজ্জের সময় এবং সাত দিন হজ্জ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর রাখতে হবে।

আরাফত দিবসের পূর্বেই উপরোক্ত তিনটি রোযা রাখা উত্তম। তবে ঈদের পরবর্তী তাশরীকের তিন দিনে এ রোযা রাখলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই।

## হজ্জের বিবরণ

(১)আপনি যদি ইফরাদ কিংবা ক্বিরান হজ্জ সম্পাদনকারী হন, তাহলে যে মীকাত হয়ে আপনি আসবেন সে মীকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করুন।

- আর মীকাতের সীমানার মধ্যে অবস্থান করলে নিয়াত অনুযায়ী নিজ স্থান হতে ইহরাম বাঁধবেন।

- আপনি যদি তামাত্তুকারী হন, তাহলে

মীকাত থেকে উমরাহর ইহরাম বাঁধবেন এবং হজ্জের জন্য তারবীয়ার দিন তথা জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে নিজ অবস্থানস্থল হতে ইহরামের নিয়াত করবেন।

• সম্ভব হলে গোসল করে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করে বলবেন :

لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

অর্থাৎ হজ্জের জন্য আমি হাজির। আমি হাজির হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। তোমার কোন অংশীদার নেই। তোমার দরবারে আমি হাজির। সর্বপ্রকার প্রশংসা ও নেয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার। রাজত্ব তোমারই, তোমার

কোন শরীক নেই।

(২)তারপর মীনার দিকে রওয়ানা হবেন। মীনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের নামায আদায় করবেন। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযগুলো কসর করে দু'রাকাত পড়বেন, কিন্তু জমা' করবেন না।

(৩) জিলহজ্জ মাসের নবম দিনে সূর্য উদয়ের পর মীনা হতে আরাফাতের দিকে ধীরে সুস্থে শান্ত ভাবে রওয়ানা হতে হবে। চলার সময় হাজী সাহেবদেরকে যাতে কোন রকম কষ্ট দেয়া না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আরাফাতে পৌঁছে সেখানে যোহর ও আসরের নামায যোহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দু'একামত দ্বারা কসরসহ একত্রে আদায় করবেন। আপনি আরাফাতের সীমানার ভেতর প্রবেশ করেছেন এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হবেন।

সেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উর্ধে তুলে বেশী বেশী আল্লাহ্ পাকের যিক্‌র ও দোয়া পাঠ করবেন। উল্লেখ্য যে, আরাফাতের প্রান্তর পুরোটাই অকুফের স্থান। এ প্রান্তরের যে কোন স্থানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।

(৪)সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ধীরে সুস্থে তালবিয়া পাঠ করতঃ মুযদালিফার উদ্দেশ্যে গমন করবেন। পথে চলার সময় কোন মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেবেন না। সেখানে পৌঁছেই মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়বেন এবং এশার নামায কসর করবেন। ফজরের নামায পড়ে ভোরের আলো ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন। আর ফজরের নামাযের পর কেবলামুখী হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুকরনে দু'হাত উর্ধে

তুলে অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দোয়া করবেন।

(৫)অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তালবিয়া পড়তে পড়তে মীনার দিকে যাত্রা করবেন। হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি যদি ওজরগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হয়, যেমন নারী অথবা দুর্বল হয়, তাহলে রাতের শেষার্ধে মীনায় রওয়ানা হলে কোন দোষ নাই। জামরাতুল আকাবায় নিক্ষেপের জন্য শুধুমাত্র সাতটি কঙ্কর আপনার সাথে নেবেন। আর বাকী কঙ্কর মীনা থেকে সংগ্রহ করবেন। অনুরূপভাবে ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় নিক্ষেপের জন্য সাতটি কঙ্করও আপনি মীনা থেকে নিতে পারেন।

মীনায় পৌঁছার পর নিম্নলিখিত কাজগুলো আপনি সম্পাদন করবেন :

(ক)জামরাতুল আকাবায় (মক্কার সবচেয়ে

নিকটবর্তী জামরাহ্) পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার বলবেন। যদি আপনার উপর হাদী ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তা জবেহ করবেন, নিজে তা হতে খাবেন এবং গরীব-মিসকীনকেও খাওয়াবেন।

(গ)মাথার চুল হলক করবেন অথবা ছোট করবেন। তবে হলক করাই উত্তম। মহিলারা তাদের চুল আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ কেটে ছোট করবে।

উপরোক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উত্তম। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনটি আগে-পরে হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

আপনি যখন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং চুল হলক করবেন বা ছাঁটবেন, তখন প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এরপর আপনি

কাপড় পরিধান করতে পারবেন এবং স্ত্রী সহবাস ছাড়া ইহরাম অবস্থার অন্য সকল নিষিদ্ধ কাজ আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

(৭)তারপর মক্কায় এসে তাওয়াফে ইফাদা করবেন। এরপর সায়ী করবেন, যদি তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। আর যদি আপনি ক্বিরান কিংবা ইফরাদ হজ্জ করে থাকেন এবং তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করে ফেলেন, তাহলে এক্ষেত্রে পরবর্তীতে আপনাকে আর কোন সায়ী করতে হবে না। তাওয়াফে ইফাদার পর স্ত্রী সম্ভোগসহ ইহরামের সকল নিষিদ্ধ কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে। মীনার দিবসগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর পর্যন্ত তাওয়াফে ইফাদা ও সায়ীকে বিলম্বিত করা জায়েয আছে।

(৮)কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদাহ ও সায়ী করার পর মীনায় ফিরে আসবেন এবং সেখানে ১১,

১২ ও ১৩ই জিলহাজ্জের রাত্রিসমূহ অর্থাৎ তাশরীকের তিনদিন কাটাবেন। আর যদি দু'দিন কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাতে অসুবিধা নেই।

(৯)দু' অথবা তিনদিন মীনায় অবস্থানকালে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর তিনটি জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম জামরাহ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করবেন। এটি মক্কা হতে সবচেয়ে দূরবর্তী জামরাহ। এরপর মধ্যবর্তী জামরায় এবং সর্বশেষে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক জামরায় পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে ইচ্ছামত আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন এবং জামরায় আকাবায় কঙ্কর

নিক্ষেপের পরে আর দাঁড়াবেন না।

যদি কেউ তাশরীকের দু'দিন মীনায় থেকে মীনা হতে চলে আসতে চায়, তবে তাকে দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের আগেই মীনা হতে বের হতে হবে। যদি মীনা হতে বের হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত যায়, তবে তৃতীয় দিনও মীনায় থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। উল্লেখ্য, মীনাতে তিন দিন অবস্থান করাই উত্তম।

অসুস্থ ও দুর্বল লোকেরা যদি তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ করে, তবে তা জায়েজ হবে। প্রতিনিধিদের জন্য প্রথমে নিজের তরফ থেকে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের তরফ থেকে একই স্থানে দাঁড়িয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েজ।

(১০)হজ্জের কাজ সম্পন্ন করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে

হবে। এই তাওয়াফের নাম তাওয়াফুল বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ। যে নারী হায়েয বা নেফাসের মধ্যে রয়েছে সে ছাড়া অন্য কারো জন্য এ তাওয়াফ পরিত্যাগ করার অনুমতি নাই।

## মুহরিম ব্যক্তির জন্য যা ওয়াজিব

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহের ইহরামের মধ্যে রয়েছে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তার উপর ওয়াজিব :

(১)আল্লাহ্ তা'লা তার উপর দ্বীনের যে সমস্ত ফরযসমূহ অপরিহার্য করে দিয়েছেন তা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা। যেমন প্রতিটি নামায যথাসময়ে জামায়াতের সাথে আদায় করা ইত্যাদি।

(২)আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত কাজ নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। যথা : স্ত্রী সহবাস,

বেহুদা গুনাহমূলক ও বিবাদ-বিসম্বাদমূলক কথাবার্তা ও কাজকর্ম ইত্যাদি।

(৩)কথা ও কাজে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

(৪)ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে দূরে থাকা। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক)দেহের কোন অংশের চুল বা নখ কর্তন করা। কিন্তু যদি তা আপনা আপনি পড়ে যায়, তাহলে কোন দোষ নাই।

(খ)শরীর, কাপড়, খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কিন্তু যদি ইহরামের পূর্বেকার ব্যবহৃত সুগন্ধির আছর থেকে যায়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

(গ)ইহরাম অবস্থায় কোন স্থলচর জন্তু শিকার করা, অথবা সেটাকে তাড়া করা কিংবা কোন

শিকারীকে শিকারে সাহায্য করা।

(ঘ)ইহরাম অবস্থায় কোন নারীকে বিয়ের পয়গাম দেয়া এবং নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য বিবাহের আকদ করা। আর ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কিংবা কামভাবের সাথে স্ত্রীকে স্পর্শ করা।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের যেগুলো পুরুষদের জন্য খাস তা হলো :

(ক)মাথার সাথে লেগে থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা। তবে ছাতা বা গাড়ীর ছায়ায় অবস্থান করা কিংবা মাথার উপর বোঝা চাপানো দোষনীয় নয়।

(খ)শরীরকে পুরোপুরি বা আংশিক ঢেকে ফেলে

এমন জামা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা কিংবা টুপী, পাগড়ী, পাজামা ও মোজা ব্যবহার করা। তবে যদি লুঙ্গি যোগাড় করতে সক্ষম না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পাজামা ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে যদি কেউ জুতা সংগ্রহ করতে না পারে, তবে তার পক্ষে মোজা ব্যবহার করা দোষনীয় নয়।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য হস্তদ্বয়ে দস্তানা (হাত মোজা) পরিধান করা এবং নেকাব বা বোরকা দ্বারা মুখ ঢাকা হারাম। তবে মাহরাম নয় এমন পর পুরুষের উপস্থিতিতে ওড়না অথবা ঐ জাতীয় জিনিষ দ্বারা চেহারা ঢাকা ওয়াজিব, যেমনিভাবে ইহরামের অবস্থা ছাড়াও পর পুরুষের উপস্থিতিতে ওড়না বা অনুরূপ কাপড় দ্বারা মুখ আবৃত করা ওয়াজিব।

যদি কোন পুরুষ ইহরাম অবস্থায় ভুল করে বা অজ্ঞতা বশতঃ সেলাই করা কাপড় পরে অথবা মাথা

ঢেকে রাখে, অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে কিংবা মাথার চুল বা নখ কাটে, তাহলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে না। এমতাবস্থায় যখনই সে বিষয়টির হুকুম জানবে কিংবা স্মরণ করবে, তখনই নিষিদ্ধ বস্তুটি পরিত্যাগ করা তার উপর ওয়াজিব।

ইহরাম অবস্থায় জুতা পরিধান করা, আংটি ও চশমা ব্যবহার করা, কানে শ্রবণযন্ত্র লাগানো, হাতে ঘড়ি বাঁধা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা টাকাপয়সা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেল্ট ও পেটি ব্যবহার করা জায়েজ।

ইহরাম অবস্থায় কাপড় বদলানো ও কাপড় পরিষ্কার করা এবং মাথা ও শরীর ধোয়া জায়েজ আছে। এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছায় মাথার চুল পড়ে যায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে কোন আঘাত পেলেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

## রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারতের বিবরণ

(১)মসজিদে নব্বীর যিয়ারত এবং তাতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যেকোন সময় আপনার জন্য মদীনায় যাত্রা করা সুন্নাত। কারণ, মসজিদে নব্বীতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করা, মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামায আদায় করা অপেক্ষা শ্রেয়।

(২)মসজিদে নব্বীর যিয়ারতের জন্য ইহরাম বাঁধা বা তালবিয়া পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। মসজিদে নব্বীর যিয়ারতের সঙ্গে হজ্জের কোন রকম সম্পর্ক নেই।

(৩)মসজিদে নব্বীতে প্রবেশের সময় প্রথম ডান

পা রাখবেন এবং বিসমিল্লাহ বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করবেন। আর আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনা করবেন যে, তিনি যেন তাঁর রহমতের দ্বারসমূহ আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এরপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেন :

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হতে মহান আল্লাহ্, তাঁর সম্মানিত সত্তা ও প্রাচীন বাদশাহীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।

এ দোয়া যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময়ও পাঠ করা যায়।

মসজিদে প্রবেশ করেই তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত নামায পড়বেন। তবে যদি রাওদাহ্‌তে (মিম্বর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে) পড়া সম্ভব হয় সেটা উত্তম।

(৫)তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবরের কাছে যাবেন এবং কবরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নীচুস্বরে আদাবের সাথে বলবেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

অর্থাৎ হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

তারপর দরূদ পাঠ করে নীচের দোয়াটি বলতে পারেন :

اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْه المَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَه ، اللّٰهُمَّ أَجْزِهِ عَنْ أُمَّتِه أَفْضَلَ الْجَزَاءِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে অসীলা ও মর্যাদা দান কর। তাকে যে প্রশংসনীয় মাকাম দান করার ওয়াদা করেছ তা প্রদান কর। হে আল্লাহ্! তাকে তার উম্মতের তরফ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দাও।

তারপর ডানদিকে কিছুটা সরে গিয়ে আবু বকর (রাঃ) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম জানাবেন এবং তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করবেন।

তারপর আরো কিছুটা ডানে সরে উমার (রাঃ) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম করবেন। আর তার জন্যও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করবেন।

(৬)পবিত্রতা অর্জন করতঃ মসজিদে কোবা যিয়ারত করে সেখানে সামায পড়া আপনার জন্য সুন্নাত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

নিজে তা করেছেন এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

(৭)আপনার জন্য সুন্নাত হলো বাকী' কবরস্থান যিয়ারত করা, যেখানে ওসমান (রাঃ) এর কবর রয়েছে এবং অহুদের শহীদানদের কবরসমূহ যিয়ারত করা, যাদের মধ্যে হামযা (রাঃ) এর কবর রয়েছে। আপনি তাদেরকে সালাম দেবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ সমস্ত কবর যিয়ারত করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। কবর যিয়ারতের সময় বলার জন্য তিনি সাহাবাদেরকে নিম্নোক্ত দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন :

اَلسَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

অর্থাৎ হে কবরবাসী মুমিন মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্র দরবারে আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাই। (মুসলিম)

উপরোল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়া মদীনার আর কোন মসজিদ বা অন্য কোন জায়গা যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত নয়। অতএব বিনা কারণে নিজেকে কষ্ট দেয়া ও নিজের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে নেয়া যাতে কোনই সাওয়াব নেই, বরং উল্টো পাপের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কাজ করা কারো উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এগুলো মেনে চলার তাওফীক দান করুন।

## যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হাজী সাহেবদের কেউ কেউ করে থাকেন

**প্রথমত : ইহরাম সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি**

- অনেক হাজী সাহেব ইহরাম না বেঁধে স্বীয় মীকাত অতিক্রম করে মীকাতের ভেতর অবস্থিত কোন শহর যেমন জেদ্দা বা অন্য কোন স্থানে পৌঁছে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে থাকেন। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিপরীত। কেননা তিনি বলেছেন : 'প্রত্যেক হাজী ঐ মীকাতে ইহরাম বাঁধবে যে মীকাত দিয়ে সে আগমন করবে।

- অতএব হাজী সাহেব যদি মীকাত অতিক্রম করে চলে যান, তবে তার উপর ওয়াজিব হল মীকাতে ফিরে আসা এবং সেখান থেকে ইহরাম

বাঁধা যদি তা সম্ভব হয়। নতুবা মক্কায় পৌছে তাকে পশু কোরবানী করে ফিদিয়া দিতে হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোশতই গরীব মিসকীনদেরকে খাওয়াতে হবে। এই নির্দেশ আকাশপথ, স্থলপথ ও সমুদ্রপথের সকল যাত্রীর প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

● যদি কোন হাজী প্রচলিত পাঁচ মীকাতের কোন একটি দিয়েও প্রবেশ না করেন, তবে তিনি প্রথমে যে মীকাতের সমান্তরাল দিয়ে অতিক্রম করবেন, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

**দ্বিতীয়ত : তাওয়াফ সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌছার পূর্বেই তাওয়াফ আরম্ভ করা। অথচ হাজারে আসওয়াদ থেকেই তাওয়াফ শুরু করা ওয়াজিব।

(২)হিজরে কা'বার ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করা।

কেননা, হিজর কা'বার অংশ হওয়ার কারণে এর ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করলে পূর্ণ কা'বার তাওয়াফ হবে না। ফলে তাওয়াফের যে চক্কর হিজরের ভেতর দিয়ে করা হয়েছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩)তাওয়াফের পূর্ণ সাত চক্করেই রমল করা (দ্রুত চলা)। অথচ তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্কর ছাড়া অন্য কোথাও কোন রমল নেই।

(৪)হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য অত্যধিক ভীড় করা এবং কখনো কখনো এ নিয়ে আপোষে মারামারি ও গালিগালাজ করা। এটা জায়েয নয়। কেননা এতে মুসলমানদের কষ্ট হয়। তদুপরি কোন মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে গালিগালাজ করাও নাজায়েয।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারলে তাওয়াফের কোন ক্ষতি হয় না। বরং চুম্বন না

করলেও তাওয়াফ যথাযথভাবে নির্ভুল হবে। যদি চুম্বন দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছলে দূর হতে সেটাকে ইশারা করতঃ আল্লাহু আকবার বললে যথেষ্ট হবে।

(৫)বরকত লাভের উদ্দেশ্যে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করা। এটি একটি বেদয়াত, শরীয়তে যার কোন ভিত্ত নেই। এ ব্যাপারে সুন্নাত হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই তা স্পর্শ ও চুম্বন করা।

(৬)কা'বা শরীফের সমস্ত আরকান(কোন) এবং সমস্ত দেয়াল চুম্বন করা ও স্পর্শ করা। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া আর কোন স্থান স্পর্শ করেননি।

(৭)তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য পৃথক

পৃথক দোয়া নির্দিষ্ট করা। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে তা প্রমানিত হয়নি। তিনি শুধু হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌছলেই তাকবীর দিতেন এবং প্রত্যেক চক্করের শেষে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তীস্থানে এই দোয়া পাঠ করতেন :

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

অর্থাৎ হে প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।

(৮)তাওয়াফ করার সময় তাওয়াফকারী অথবা তাওয়াফ পরিচালকের এমন উচ্চস্বরে আওয়াজ

করা, যার ফলে অন্য তাওয়াফকারীদের জন্য বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

(৯)মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার জন্য ভীড় করা। এটা সুন্নাতের বিপরীত। তদুপরি এতে তাওয়াফকারীদেরও কষ্ট হয়। অথচ তাওয়াফের দু' রাকাত নামাযের জন্য মসজিদের যে কোন স্থানই যথেষ্ট।

**তৃতীয়তঃ সাফা মারওয়ায় সায়ীকালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)সাফা মারওয়া পাহাড়ে আরোহণকালে কতিপয় হাজী কা'বা শরীফকে সামনে করে তাকবীরের সময় সেদিকে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করতে থাকেন যে, মনে হয় যেন তারা নামাযের জন্য তাকবীর দিচ্ছেন। অথচ সুন্নাত হলো হস্তদ্বয় এমনভাবে উঠানো যেমনভাবে দোয়ার জন্য উঠানো

হয়।

(২)কোন কোন হাজী সাহেব সাফা মারওয়ায় সায়ীকালে প্রতি চক্করেই শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দ্রুত চলতে থাকেন। অথচ সুন্নাত হলো শুধুমাত্র সবুজ আলোদ্বয়ের মাঝখানে তাড়াতাড়ি চলা আর চক্করের বাকী স্থানে সাধারণভাবে চলা।

**চতুর্থতঃ আরাফাত ময়দানে অবস্থানকালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)কতিপয় হাজী সাহেব আরাফাতের সীমানার বাইরে অবতরণ করে সেখানেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং আরাফায় অকুফ (অবস্থান) না করেই মুযদালিফার দিকে গমন করেন।এটা এমন একটা মারাত্মক ভুল, যার ফলে তার হজ্জই হয় না। কেননা আরাফাতে অবস্থান করাই হচ্ছে হজ্জ এবং আরাফাতে সীমানার ভেতর অবস্থান করা হাজী

সাহেবদের উপর ওয়াজিব - এর বাইরে নয়। অতএব এ ব্যাপারে তাদের খেয়াল রাখতে হবে।

আর যদি আরাফাতের সীমানায় অবস্থান সম্ভব না হয়, তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফায় প্রবেশ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তথায় হাজী সাহেবগণ থাকবেন। কোরবানীর ঈদের রাতে আরাফাতে প্রবেশ করলেও যথেষ্ট হবে।

(২)কতিপয় হাজী সাহেব সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন, অথচ এটা জায়েয নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পূর্ণভাবে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেছেন।

(৩)আরাফার পর্বত (জাবালে রহমত) এ আরোহণ ও তার চূড়া পর্যন্ত উঠার জন্য ভীড় করা, যার ফলে নানাবিধ ক্ষতি হয়ে থাকে। অথচ

আরাফাত প্রান্তর সম্পূর্ণই অবস্থানস্থল। পর্বতে আরোহণ করা এবং তার উপর নামায পড়া শরীয়ত সম্মত নয়।

(৪)দোয়ার জন্য অনেক হাজী সাহেব আরাফার পর্বতমুখী হয়ে দাঁড়ান। অথচ এ ব্যাপারে কাবামুখী হওয়াটাই সুন্নাত।

(৫)কোন কোন হাজী সাহেব আরাফাতের দিন নির্দিষ্ট স্থানে মাটি ও কঙ্কর জমা করে থাকেন। আল্লাহ্র বিধানে এর কোনই প্রমাণ নেই।

**পঞ্চমতঃ মুযদালিফায় সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি**

• কতিপয় হাজী সাহেব মুযদালিফায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মাগরিব ও এশার নামায না পড়েই কঙ্কর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে যান। তারা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মুযদালিফায় কঙ্কর সংগ্রহ করা

অবশ্যই জরুরী। অথচ এটা ঠিক নয়।

• এ ব্যাপারে সঠিক বিধান হলো হারাম এলাকার যে কোন স্থান হতে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে প্রমানিত আছে যে, তিনি কাউকে মুযদালিফা হতে কঙ্কর সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেননি। বরং তিনি যখন নিজে মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মীনায় প্রবেশ করলেন, তখন সকাল বেলায় ফেরার পথে তার জন্য কঙ্কর সংগ্রহ করা হলো। এভাবে অবশিষ্ট সমস্ত কঙ্করই তিনি মীনা হতে সংগ্রহ করেছিলেন। কতিপয় হাজী সাহেব কঙ্করগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে নেন। অথচ তা শরীয়ত সম্মত নয়।

**ষষ্ঠতঃ কঙ্কর নিক্ষেপের সময়কালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)কতিপয় হাজী সাহেব কঙ্কর নিক্ষেপের সময়

ধারণা করেন যে, তারা এর দ্বারা শয়তানকে আঘাত হানছেন। ফলে তারা কঙ্কর নিক্ষেপের সময় বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং গালিগালাজ করেন। অথচ কঙ্কর একমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

(২)কোন কোন হাজী সাহেব জামারাতে কঙ্করের পরিবর্তে বড় পাথর, জুতা কিংবা কাঠ-খড়ি নিক্ষেপ করেন। এটা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, যা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। এর মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপের হুকুম আদায় হবে না।

পুঁতির দানা বা ছাগলের বিষ্টার অনুরূপ ছোট কঙ্কর জামারাতে নিক্ষেপ করাই বিধেয়।

(৩)কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য জামারাতের কাছে ভীড় করা ও লাগালাগি করা। অথচ সাধ্যানুযায়ী

কাউকে কষ্ট না দিয়ে নম্রভাবে কঙ্কর নিক্ষেপের চেষ্টা করা উচিত।

(৪)একবারে একসঙ্গে সমস্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করা। অথচ আলেমগণ বলেছেন, এমতাবস্থায় তা একটি কঙ্কর নিক্ষেপেরই নামান্তর হবে।

শরীয়তের বিধান হলো একটি একটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলা।

(৫)শক্তি থাকা সত্বেও কষ্ট ও ভীড়ের ভয়ে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। অসুস্থতা বা অনুরূপ কোন কারণ বশতঃ অক্ষম হওয়া ছাড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জায়েয নেই।

**সপ্তমতঃ বিদায়ী তাওয়াফের সময়কালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)কতিপয় হাজী সাহেব যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মক্কায় এসে বিদায়ী তাওয়াফ করতঃ মীনায় ফিরে যান। অতঃপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে সেখান থেকেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এমতাবস্থায় তার হজ্জের শেষ কর্ম দাঁড়ায় কঙ্কর নিক্ষেপ বায়তুল্লার তাওয়াফ নয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন তার সফরের শেষ আল্লাহ্‌র ঘরের সঙ্গে না করে স্বদেশে ফিরে না যায়।

বিদায়ী তাওয়াফ হচ্ছে ওয়াজিব। এই তাওয়াফ হজ্জের যাবতীয় কর্যাবলী সমাধা করার পর, সফর শুরু করার অব্যবহিত পূর্বে করতে হবে। বিদায়ী

তাওয়াফের পর মক্কায় অবস্থান করা সঙ্গত নয়। অবশ্য উদ্ভূত কোন কারণে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে।

(২)কতিপয় হাজী সাহেব বিদায়ী তাওয়াফের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বায়তুল্লার দিকে মুখ করে উল্টো পায়ে হেঁটে বের হন। এর দ্বারা তারা কা'বা ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে বলে মনে করেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বেদয়াত। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(৩)অনেক হাজী সাহেব বিদায়ী তাওয়াফের পর মসজিদুল হারামের দরজায় দাঁড়িয়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে দোয়া করেন, যা দেখে মনে হয় তিনি যেন কা'বা হতে বিদায় নিচ্ছেন। এটাও অনুরূপ বেদয়াত যা শরীয়ত সম্মত নয়।

**অষ্টমতঃ মসজিদে নব্বীর যিয়ারতকালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি**

(১)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতকালে বরকত লাভের আশায় কবরের চতুষ্পার্শের দেয়াল বা লোহার রডগুলো স্পর্শ করা এবং জানালায় সুতা বা তদনুরূপ কিছু বন্ধন করা। বরকত তো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আইন কানুন মেনে চলার মধ্যে নিহিত - বেদয়াতের মধ্যে নয়।

(২)অহুদ পর্বতের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া, অনুরূপ ভাবে মক্কার গারে হেরা ও গারে সাওরে যাওয়া এবং সেখানে ছেঁড়া কাপড় ও নেকড়া বাঁধা আর এমন জাতীয় দোয়া করা যাতে আল্লাহ্র অনুমতি নাই। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কষ্ট করা এগুলো সবই বেদয়াত। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(৩)এমন কতিপয় স্থানের যিয়ারত করা এবং

সেখানে এ ধারণা পোষণ করা যে, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিদর্শন। যেমন, উষ্ট্রী বসার স্থান, আংটির কূপ বা উসমান (রাঃ) এর কূপ ইত্যাদি। আর বরকত লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান থেকে মাটি নেয়া।

(৪)বাকীউল গারকাদ এবং অহুদের শহীদান-দের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং তাদের নৈকট্য ও বরকত লাভের আশায় তথায় টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা। এগুলো হচ্ছে গুরুতর ভুল। বরং আলেমগণের মতে এগুলো বৃহত্তম শিরক। আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতে এর প্রমাণ রয়েছে। কারণ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, অন্য কারো জন্য দোয়া, কোরবানী, মান্নত ইত্যাদি সকল ইবাদাতের কিছুমাত্র আদায় করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]

অর্থাৎ তারা তো বিশুদ্ধ চিত্তে একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে।

তিনি আরো বলেন :

﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ﴾ [الجن: ١٨]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহ্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।

আল্লাহ্র কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন এবং তাদেরকে দ্বীনের সমঝ ও জ্ঞান দান করেন এবং সকল প্রকার ফিতনার ভ্রষ্টতা থেকে আমাদেরকে ও তাদেরকে আশ্রয় দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব-শ্রোতা ও আহ্বানে সাড়াদানকারী।

## হাজী, উমরাকারী এবং মসজিদে নব্বীর যিয়ারতকারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী

হাজী সাহেবদের উপর নিম্নবর্ণিত কাজগুলো ওয়াজিব :

(১)সকল প্রকার গুনাহ হতে তাওবাতুন নাসুহার জন্য জলদি করা এবং নিজের হজ্জ ও উমরার জন্য পবিত্র ও হালাল মাল বেছে নেয়া।

(২)স্বীয় জিহ্বাকে মিথ্যা কথন, পরনিন্দা, চোগলখুরী এবং বিদ্রুপ হতে সংরক্ষণ করা।

(৩)হজ্জ ও উমরাহের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। লোক দেখানো ও শোনান এবং গর্ব প্রকাশ করা হতে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় দূরে রাখা।

(৪)হজ্জ ও উমরাহের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কঠিন মাসআলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা।

(৫)মীকাতে পৌঁছার পর ইফরাদ, তামাত্তু এবং কিরান হজ্জের যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার হাজী সাহেবদের রয়েছে। যে সকল হাজীর সাথে হাদীর জানোয়ার থাকে না, তাদের জন্য হজ্জে তামাত্তুই উত্তম। আর যাদের সাথে হাদী থাকে, তাদের জন্য হজ্জে কিরানই উত্তম।

(৬)ইহরামকারী তার অসুস্থতা বা শত্রুর ভয়ের কারণে যদি হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে সমর্থ হবে না বলে আশংকা করে, তবে তিনি ইহরামের সময় নিম্ন শর্ত আরোপ করবেন :

محلي حيث حبستني

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি যেখানেই আটকাবে, সেখানেই আমার ইহরাম শেষ হবে। আমি তখনই হালাল হয়ে যাব।

(৭)ছোট বালক বালিকার হজ্জ সিদ্ধ হবে। তবে তাদের জন্য ইসলামের ফরয হজ্জ হিসাবে তা গণ্য হবে না।

(৮)মুহরেমের জন্য প্রয়োজনবোধে গোসল করা, মাথা ধৌত করা এবং মাথা চুলকানো জায়েয।

(৯)যখন মাহরাম নয় এমন পর পুরুষের দেখার আশংকা থাকবে, তখন মেয়েদের জন্য তাদের মুখমন্ডলের উপর ওড়না ঢেলে দেয়া বৈধ।

(১০)প্রয়োজনবোধে মুখমন্ডল হতে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে ওড়নার নীচে পট্টির ব্যবহার, যা আজকাল অধিকাংশ নারীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(১১)মুহরিম ব্যক্তি যে কাপড় পরে ইহরাম বেঁধেছেন, ঐ কাপড় ধৌত করে পরিধান করা জায়েয। আর ঐ কাপড় পাল্টিয়ে অন্য কাপড় পরিধান করাও জায়েয।

(১২)যদি মুহরিম ভুল বশতঃ অথবা অজ্ঞানতার কারণে সেলাই করা কাপড় পরিধান করেন অথবা মাথা ঢেকে ফেলেন কিংবা সুগন্ধি লাগান, তবে সেজন্য তাকে কোন ফিদয়াহ্ দিতে হবে না।

(১৩)যদি মুহরিম তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারী বা উমরাহ্কারী হন, তবে তাকে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বেই কা'বা শরীফে পৌঁছার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে।

(১৪)তাওয়াফে কুদুম ছাড়া অন্য তাওয়াফে রমল (দ্রুত চলা) এবং ইদতিবা' (ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধের উপর দিয়ে চাদর পরা) শরীয়তে

অনুমোদিত নয়। রমল প্রথম তিন চক্করের সাথে নির্ধারিত এবং তা শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।

(১৫)হাজী সাহেব যদি সন্দেহ করেন যে, তিন চক্কর তাওয়াফ করেছেন নাকি চার চক্কর। এমতাবস্থায় তিনি তিন চক্কর করেছেন বলে ধরে নেবেন। অনুরূপ সায়ীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

(১৬)ভীড়ের সময় যমযম এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছন দিয়েও তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। কারণ পুরো মসজিদই তাওয়াফের উপযোগী স্থান, চাই তা মসজিদের নীচতলায় হোক কিংবা মসজিদের উপর তলায় হোক।

(১৭)সেজেগুজে সুগন্ধি লাগিয়ে শরীর আবৃত না করে মেয়েদের তাওয়াফ করা জঘন্য কাজ।

(১৮)মেয়েরা যদি ইহরামের পর ঋতুবতী হয়ে

যায় অথবা সন্তান প্রসব করে, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লার তাওয়াফ তাদের জন্য সিদ্ধ হবে না।

(১৯) মেয়েরা যে কোন কাপড় পরিধান করে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, তারা যেন পুরুষদের পোষাকের মত পোষাক পরিধান না করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। বরং এমন পোষাক পরবে যা ফিতনা সৃষ্টিকারী নয়।

(২০)হজ্জ ও উমরাহের ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদাতে মৌখিক নিয়ত করা বিদয়াত। নিয়ত উচ্চস্বরে বলা আরো মন্দ বিদয়াত।

(২১)হজ্জ ও উমরাহের উদ্দেশ্যে ইহরাম ব্যতীত কোন বালেগ মুসলমানের জন্য মীকাত অতিক্রম করা হারাম।

(২২)আকাশপথে আগত হাজী ও উমরাহকারী

মীকাত বরাবর পৌঁছলে ইহরাম বাঁধবেন। মীকাত বরাবর পৌঁছার আগেই ইহরামের জন্য প্রস্তুতি নেয়া বাঞ্ছনীয়। প্লেনে ঘুমিয়ে পড়ার কিংবা ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে মীকাতে পৌঁছার আগে ইহরামের নিয়ত করে ফেললে কোন অসুবিধা নেই।

(২৩)কিছু লোক হজ্জের পর তানয়ীম বা জে'রানা নামক স্থানে গিয়ে অধিক সংখ্যক উমরাহ করে থাকে। শরীয়তে এর কোনই প্রমাণ নেই।

(২৪)তারবীয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) মক্কায় অবস্থানকারী হাজীগণ তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল হতে ইহরাম বাঁধবেন। মক্কার অভ্যন্তরে কিংবা মীযাবের নিকট হতে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়, যেমন কতেক হাজী করে থাকেন। মীনায় যাত্রার প্রাক্কালে কোন বিদায়ী তাওয়াফ নেই।

(২৫)৯ই যিলহজ্জ হাজীদেরকে মীনা হতে

আরাফাতের দিকে রওয়ানা হতে হবে। এই যাত্রা সূর্যোদয়ের পরে হওয়া উত্তম।

(২৬)আরাফাত হতে সূর্যাস্তের পূর্বে মুযদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সিদ্ধ নয়। আর হাজীগণ যখন সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হবেন, তখন যেন তারা ধীরে সুস্থে চলেন।

(২৭)মাগরিব এবং এশার নামায মুযদালিফায় পৌঁছার পর আদায় করতে হবে, চাই হাজীগণ মাগরিবের সময় সেখানে পৌঁছেন কিংবা এশার সময়।

(২৮) রামী করার উদ্দেশ্যে যে কোন জায়গা হতে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে। মুযদালিফা হতেই কঙ্কর সংগ্রহ করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

(২৯)কঙ্কর ধৌত করা মুস্তাহাব নয়। কেননা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাগণের নিকট হতে এমন কোন কথা বর্ণিত হয়নি।

(৩০)নারী ও শিশু প্রভৃতির ন্যায় দুর্বল ব্যক্তি-দের রাতের শেষভাগে মুযদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বৈধ।

(৩১)ঈদের দিন মীনায় পৌছার পর জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হতে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে।

(৩২)কঙ্করগুলো লক্ষ্যস্থলে পড়ে থাকা শর্ত নয়, শর্ত হচ্ছে লক্ষ্যস্থলে পতিত হওয়া।

(৩৩)আলেমগণের অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুরবানীর সময়সীমা আইয়ামে তাশরীকের ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

(৩৪)তাওয়াফে ইফাদা হজ্জের আরকানসমূহের

অন্যতম রুকন। এছাড়া হজ্জব্রত পালন পূর্ণ হয় না। মীনার দিবসগুলো অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত একে বিলম্বিত করা যেতে পারে।

(৩৫)কিরান হজ্জ তথা হজ্জ ও উমরাহ্ একসাথে করার নিয়ত করলে তাকে একটি মাত্র সায়ী করতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হজ্জে ইফরাদের নিয়ত করে তাকেও একটি সায়ী করতে হবে।

(৩৬)হাজীদের জন্য কুরবানীর দিনে করণীয় কাজগুলো তারতীব অনুসারে করা উত্তম। প্রথমে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর হাদী যবেহ করা, তারপর মাথা মুন্ডন করা কিংবা চুল ছোট করে কাটা, কা'বা গৃহের তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়ায় সায়ী করা। এই তারতীবের যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং আগের কাজটি পরে ও পরের কাজটি আগে সম্পাদিত হয়, তাতে কোন

ক্ষতি নেই।

(৩৭)যে সব কাজ সম্পাদন করার ফলে হাজীগণ পুরোপুরি হালাল হয়ে যায় তা নিম্নরূপ :

(ক) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

(খ) মাথা মুন্ডন অথবা ছোট করে চুল কাটা।

(গ) সায়ী সহ তাওয়াফে ইফাদা করা।

(৩৮)দু'দিন কঙ্কর মারার পর যারা মীনা হতে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক, তাদের ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা হতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৩৯)অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবকগণ কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। তবে অভিভাবকগণকে প্রথমে নিজেদের পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

(৪০)অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে নিজ হাতে কঙ্কর নিক্ষেপে অপারগ ব্যক্তিবর্গের জন্য

অপরকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো জায়েয হবে।

(৪১)কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য নিয়োজিত প্রতিনিধি প্রথমে নিজের তরফ হতে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের পক্ষ হতে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারেন। এ হুকুম প্রস্তর নিক্ষেপের তিনটি স্থানেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

(৪২)হাজী যদি তামাত্তু অথবা কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী হন এবং মসজিদুল হারামের মধ্যে বসবাসকারী না হন, তবে তার জন্য হাদীর পশু যবেহ করা ওয়াজিব। হাদীর পশু ছাগল হলে একটি এবং উট বা গরু হলে সাতভাগের একভাগ দিতে হবে।

(৪৩)তামাত্তু এবং কিরান হজ্জ পালনকারী যদি পশু যবেহ করতে অক্ষম হন, তবে তার জন্য হজ্জের সময় তিনদিন এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর

সাতদিন রোযা রাখা ওয়াজিব।

(৪৪)উল্লিখিত তিনটি রোযা আরাফাতের দিনের পূর্বেই রাখা উত্তম। যেন আরাফার দিন হাজী সাহেব রোযা না রাখা অবস্থায় থাকতে পারেন। আর যদি তা রাখা না হয়, তবে তাশরীকের দিনগুলোতে রাখতে হবে।

(৪৫)এ দিনগুলোর রোযা পর পর একসঙ্গে বা মাঝে মাঝে বিরতি দিয়েও রাখা যেতে পারে। তবে এ রোযাগুলো আইয়ামে তাশরীকের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে না। অনুরূপভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিনের রোযাও একসঙ্গে অথবা বিরতি দিয়েও রাখা যেতে পারে।

(৪৬)ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী ছাড়া বিদায়ী তাওয়াফ প্রত্যেক হাজীর জন্য ওয়াজিব।

(৪৭)হজ্জের পূর্বে অথবা পরে কিংবা বৎসরের

যে কোন সময়ে মসজিদে নব্বীর যিয়রত করা সুন্নাত।

(৪৮)মসজিদে নব্বীর যিয়ারতকারীদের জন্য প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ মসজিদের যে কোন জায়গায় পড়া সুন্নাত। তবে এ দু' রাকাত নামায রাওদা (মিম্বর ও কবরের মধ্যখানে) পড়া উত্তম।

(৪৯) কবর যিযারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবর এবং অন্যান্য কবরসমূহের যিয়ারত কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই শরীয়তসিদ্ধ, নারীদের জন্য নয়।

(৫০)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুজরা শরীফ স্পর্শ করা বা তাতে চুমু খাওয়া কিংবা তার তাওয়াফ করা নিন্দনীয় বেদয়াত। সালফে সালেহীন থেকে এর পক্ষে কোন বর্ণনা নেই। যদি

কেউ এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নৈকট্য লাভের আশা করে, তাহলে তা হবে বড় শিরক।

(৫১)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিংবা বিপদ দূর করার জন্য প্রার্থনা করা জায়েয নেই। কারণ এটা শিরক।

(৫২) কবরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন তার বারযাখী জীবন। সে জীবন মৃত্যুর পূর্বের জীবনের ন্যায় সমপ্রকৃতির নয়। কারণ কবরের জীবন এমন এক প্রকৃতির জীবন যার রূপরেখা আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কেউ জানে না।

(৫৩)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবর শরীফকে সামনে রেখে দু'হাত উর্ধে তুলে দোয়া করার যে পদ্ধতি কিছু সংখ্যক যিয়ারতকারী

অবলম্বন করে তা নতুন একটি বেদয়াত।

(৫৪)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হজ্জেরও কোন শর্ত নয়, যেমন সাধারণ লোকেরা মনে করে থাকে।

(৫৫)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবর যিযারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সকল হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার সবগুলো সনদ দুর্বল অথবা হাদীসগুলো বানোয়াট।

# দোয়াসমূহ

নিম্নলিখিত দোয়াসমূহ অথবা তন্মধ্য থেকে যতটুকু সম্ভব আরাফত, মুযদালিফা ও অন্যান্য দোয়ার স্থানে পড়া উচিত :-

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিজন ও সম্পত্তির ব্যাপারে নিরাপত্তা চাচ্ছি।

اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ

فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষসমূহ ঢেকে রাখ। আমার ভয় ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিণত কর। আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এবং উর্ধ হতে আপতিত বিপদ থেকে আমাকে হেফাজত কর। নিম্নদিক হতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া থেকে তোমার মাহত্মের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দৈহিক নিরাপত্তা দাও, আমার শ্রবণেন্দ্রীয় ও দৃষ্টিশক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া আর কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! আমি কুফুরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া আর কোন হক মা'বুদ নেই।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সাথে কৃত ওয়াদার উপর উপর রয়েছি। আমি যা করেছি, তার অপকারিতা হতে তোমার

নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমাকে যে সব নেয়ামত দান করেছ আমি তার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার সমুদয় গুনাহ্ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ আমার গুনাহ্সমূহ মাফ করতে পারবে না।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنَ الْبُخْلِ والْجُبْنِ، وأعوذ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ্! আমি চিন্তা ও উদ্বেগ, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরুষতা, ঋণের গুরুভার ও মানুষের অধীনতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا الْيَوْمِ صَلَاحًا، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا،

وَآخِرَهُ نَجَاحاً، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হে আল্লাহ! আজকের দিনের প্রথম অংশকে সততা, মধ্যভাগকে কল্যাণ এবং শেষভাগকে সফলতায় ভরে দাও। হে পরম দয়ালু! আমি তোমার কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কামনা করছি।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أسألك الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الكَرِيْمَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَم، أَوْ أَعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْباً لاَ تَغْفِرهُ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر.

হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ফয়সালার পর খুশী থাকার মনোবৃত্তি, মৃত্যুর পর সুখময় জীবন, তোমার চেহারা মুবারাক দর্শনের স্বাদ গ্রহণ, তোমার সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাংখা -কোন ক্ষতিকর স্বাচ্ছন্দ ও বিভ্রান্তিকর ফেতনা ছাড়াই। কারো প্রতি জুলুম করা কিংবা কেউ আমার প্রতি জুলুম করা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।আশ্রয় চাচ্ছি কারো প্রতি সীমালংঘন করা থেকে বা কেউ আমার উপর সীমালংঘন করা থেকে, ক্ষমার অযোগ্য কোন ভুল বা পাপকাজ থেকে। বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্ ! আমাকে সর্বোত্তম কাজ ও চরিত্রের দিকে হেদায়েত দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে হেদায়েত দিতে পারবে না। আর আমা হতে নিকৃষ্ট কাজ ও চরিত্রকে ফিরিয়ে রাখ। তুমি ছাড়া আর কেউ তা ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

হে আল্লাহ্ আমার জন্য আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দাও। আমার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রুযীতে বরকত দাও।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ.وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبُكْمِ، وَالْجُـذَامِ، وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ.

হে আল্লাহ ! আমি অন্তরের পাষন্ডতা, গাফলতী, অবমাননা ও অভাব-অভিযোগ হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি কুফুরী, ফাসেকী, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং লোক শুনানো ও দেখানো হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি বধিরতা, বাকশক্তি-হীনতা , কুষ্ঠ ও অন্যান্য দূরারোগ্যব্যাধি হতে।

اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

হে আল্লাহ্ আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর এবং একে পবিত্র কর। তুমি তো সর্বোত্তম পবিত্রকারী। তুমিই এর অভিভাবক ও প্রভু।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট উপকারহীন জ্ঞান, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা এবং কবুল হয় না এমন দোয়া হতে আশ্রয় চাই।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ.

হে আল্লাহ ! যে কাজ আমি করেছি এবং যা করিনি, তার অমঙ্গল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। যে বিষয় আমি জেনেছি এবং যা জানিনি, এতদুভয়ের অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

হে আল্লাহ্ ! আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের অবক্ষয়, অনাবিল শানিবতর অপসারণ, শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ এবং তোমার সকল অসন্তোষ

হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهدْمِ وَالتَّرَدِّي وَمِنَ الْغَرقِ وَالْحَرْق وَالْهرَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَطَنِي الشيطانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ.

হে আল্লাহ্ ! আমার মাথার উপর কিছু ধ্বসে পড়ার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাই, অথবা পানিতে ডুবে কিংবা আগুনে জ্বলে মৃত্যুবরণ করি - এ থেকে এবং বার্ধক্যজনিত কষ্টের হাত হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে গোমরাহ না করে। আশ্রয় চাচ্ছি দংশিত হয়ে মারা যাওয়া এবং লোভ-লালসা হতে যা মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়।

اللّٰهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء.

হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত আচরণ হতে, আর আমাকে রক্ষা কর কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক রুগ্নতা হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের গুরুভার, শত্রুর দুর্দম অপপ্রভাব ও উপহাস হতে।

اللّٰهُمَّ أصْلِحْ لِي دِيْنِي الذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيها مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيها مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَياةَ زِيادةً لِي فِي كلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوتَ راحةً لي مِن كل شرٍّ.

হে আল্লাহ্ ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ

করে দাও যার মধ্যে রয়েছে আমার সমূদয় কার্যাদির আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ, যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার দীর্ঘ জীবনকে অধিকতর মঙ্গল কাজের অসীলা করে দাও। আর আমার মৃত্যুকে প্রত্যেক অনিষ্ট হতে আমার জন্য শান্তির অসীলা করে দাও।

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَي عَلَيَّ.

প্রভু হে! আমাকে সাহায্য কর, আমার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করো না। আমাকে সফলতা দান কর, আমার প্রতিপক্ষকে দান করো না। আমাকে

হেদায়াত দাও এবং হেদায়াত লাভ আমার জন্য সহজ করে দাও।

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي ذَكَّاراً لكَ، شَكَّاراً لكَ، مِطْوَاعاً لَكَ، مُخْبِتًا إِلَيْكَ، أَوَّاهًا مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي.

হে আল্লাহ্ ! আমাকে এমন তাওফীক দান কর যাতে আমি তোমার খুব বেশী স্মরণকারী, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ও অনুগত হতে পারি এবং তোমারই নিকট বিনম্র হই এবং তোমারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে শিখি। হে আমার প্রতিপালক ! আমার তাওবাকে তুমি কবুল কর। আমার গুনাহরাশি ধুয়ে মুছে দাও। আমার দোয়া কবুল কর। আমার প্রমাণ দৃঢ় কর। আমার অন্তরকে হেদায়েত দাও। আমার

জিহ্বাকে ঠিক রাখ। আমার অন্তরের কলুষ কালিমাকে বিদূরিত করে দাও।

اللّهُمَّ إني أسألك الثباتَ في الأمرِ، والعَزِيْمةَ على الرُّشْدِ، وأسألك شكْرَ نعمتِكَ، وَحُسْنَ عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك مِن خيرِ ما تعلم، وأعوذ بك من شرِّ ما تَعلَم، وَأستغفِرُكَ لِما تعْلَم، إنَّك عَلاّمُ الغُيُوب.

হে আল্লাহ্ ! আমি কর্মে অবিচলতা, সৎ পথে দৃঢ় নিষ্ঠা, তোমার নেয়ামতের শুকরগুজারী ও তোমার ইবাদাতকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি নির্ভেজাল ও প্রশান্ত হৃদয় এবং সত্যনিষ্ঠ রসনা। আমি সেই মঙ্গলের প্রার্থনা জানাই যা তুমি

আমার জন্য ভাল মনে কর। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সে অমঙ্গল হতে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত। আর আমি মাগফিরাত চাই সে অন্যায় অপকর্ম হতে যা একমাত্র তুমিই জান। নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে সুবিদিত।

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

হে আল্লাহ্ ! আমাকে তুমি হেদায়াত দ্বারা অনুগৃহীত কর। আর আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা কর।

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك فِعلَ الْخَيْراتِ وَترْكَ الْمنكَراتِ، وَحُبَّ الْمَساكِين، وَأنْ تَغفِر لِي وَتَرْحَمْنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غيرَ مَفْتُون، اللَّهُمَّ إني أسألك حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّك.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ সম্পাদন, মন্দকাজ পরিহার এবং গরীবদেরকে ভালবাসার তাওফীক কামনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর। তোমার বান্দাদেরকে কোন পরীক্ষায় নিপতিত করতে ইচ্ছা করলে আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিও। হে আল্লাহ ! আমি তোমার ভালবাসা প্রার্থনা করি, আর ঐ ব্যক্তির ভালবাসা যে তোমাকে ভালবাসে এবং এমন কাজের ভালবাসা যা আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।

اللَّهُمَّ إني أسالك خيرَ الْمَسألَةِ، وخير الدُّعاءِ، وخيرَ النَّجَاحِ، وخير الثَّوابِ، وَثَبِّتْنِي وثَقِّلْ مَوَازِيْنِي، وَحَقِّقْ إِيْمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي، وَتَقَبَّل صَلاَتِي، وعِبَادَاتِي، واغْفِر خَطِيْئَاتِي، وأسألك الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّة.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট সুন্দরতম প্রতিদান, উত্তম প্রার্থনা, ফলপ্রসু সফলতা এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কামনা করছি। তুমি আমাতে দৃঢ়তা দান কর। আমার নেকীর পাল্লা ভারী কর। আমার ঈমানকে মজবুত কর। আমার সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত কর। আমার নামায ও ইবাদাত কবুল কর। আমার গুআহ্ মার্জনা কর। হে আল্লাহ ! বেহেশতে আমার পদ মর্যাদা বৃদ্ধি কর।

اللّٰهُمَّ إني أسألك فَوَاتِحَ الخَيرِ، وخواتِمه، وجَوامِعَهُ، وأوَّلَهُ وآخِرَهُ، وظَاهِرَهُ وبَاطِنَهُ، والدَّرَجات العُلَى مِنَ الجَنَّةِ،

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট মঙ্গলের সূচনা, তার পরিসমাপ্তি, তার ব্যাপকতা, তার প্রথম ও শেষ, তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা যাচঞা করছি।

اللَّهُمَّ إني أسألك أن ترفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُطَهِّرَ قلبي، وتُحَصِّن فَرْجِي، وَتَغْفِر لِي ذُنوبي، وأسألك الدرجات العلى من الجَنَّة،

হে আল্লাহ্ ! আমার স্মরণকে গৌরবময়, আমার বোঝা অপসারিত, আমার অন্তরকে পবিত্র,আমার গুপ্ত অঙ্গকে সংরক্ষিত, আমার গুনাহগুলোকে মার্জনা এবং বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা প্রদানের জন্য আমি তোমার নিকট আবেদন করছি।

اللَّهُمَّ إني أسألك أن تُبَارِكَ فِي سَمْعِي، وفي بصري، وفي خَلْقِي، وفي خُلُقِي، وفي أهلي وفي مَحْيَايَ، وفي عَمَلِي، وَتَقَبَّل حَسَنَاتِي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

হে আল্লাহ ! তুমি আমার নিকট আমার শ্রবণ-শক্তিতে, দৃষ্টিশক্তিতে, চেহারা ও আকৃতিতে, স্বভাব

ও চরিত্রে, পরিবার-পরিজনে এবং জীবনে বরকত প্রদানের জন্য আবেদন করছি। আমার সৎকর্মগুলো কবুল করতে এবং বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা প্রদানের প্রার্থনা করছি।

اللّٰهُمَّ إني أعوذ بالله من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, দুর্ভোগের আক্রমণ, মন্দ ফয়সালা ও বিপদে শত্রুর উপহাস হতে।

اللّٰهُمَّ مقلِّب القلوب، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِك، اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ القُلوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا على طَاعَتِك.

অন্তরসমূহের বিবর্তকারী হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। অন্ত রসমূহের পরিবর্তনকারী হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার

অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।

اللهم زِدْنَا ولا تنقُصنَا، وأكْرِمنا وَلا تُهنا، وأعطنا ولا تَحْرِمنا، وآثِرْنا ولا تُؤْثِر علينا.

হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে বাড়িয়ে দিও, কমিয়ে দিও না। সম্মানিত কর, অসম্মানিত করো না। আমাদেরকে দাও, বঞ্চিত করো না।আমাদেরকে অগ্রাধিকার দাও, আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দিও না।

اللهم احسِن عاقِبَتنا في الأمور كلِّها، وأجِرْنا من خِزْيِ الدُّنيا وعذابِ الآخِرة.

হে আল্লাহ্ ! আমাদের সকল কাজের পরিণতি শুভ কর, আমাদেরকে ইহজগতে লজ্জা ও অপমান এবং আখিরাতের আযাব হতে রক্ষা কর।

اللّٰهُمَّ اقْسِمْ لنا من خشيَتِك ما تَحُولُ به بيننا وبين مَعْصِيَتك، ومن طاعتك ما تُبَلِّغنا به جَنَّتَك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ بِهِ علينا مصائبَ الدُّنيا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنا وَقُوَّاتِنا ما أحيَتَنا، واجْعَلْها الوارثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثأْرَنا على من ظَلَمَنَا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر هَمِّنَا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تَجْعَلْ مصيبَتَنا في دِيْنِنا، ولا تُسَلِّطْ علينا من لا يَخَافُك ولا يَرْحَمْنا.

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের অন্তরে এমন ভীতির সঞ্চার করে দাও যা আমাদের ও পাপ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে। আমাদেরকে এমন আনুগত্য প্রদান কর যা আমাদেরকে বেহেশতে পৌঁছে দেবার উপকরণ হয়। আর আমাদের অন্তরে এমন বিশ্বাস উদয় করে দাও যা আমাদের বাস্তব জীবনের

অনিষ্টতা ও ক্ষতির প্রতিষেধক হতে পারে। আর তুমি যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখবে ততদিন আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষত রাখবে। যাতে আমরা লাভবান হতে সমর্থ হই। এ কল্যাণ আমাদের পরেও জারী রেখো। অধিকন্তু যে আমাদের প্রতি অত্যাচার করবে, আমাদের প্রতিশোধ তুমি তাদের উপর গ্রহণ করো। আর আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর সাহায্য কর। এই পার্থিব জীবনকে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করো না এবং সেটাকে জ্ঞানের শেষ পরিণতি করো না। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করো না। আমাদের পাপের কারণে আমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে দিও না, যার অন্তরে তোমার ভয় ভীতি নেই এবং যে আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না।

اللهم إني أسألك مُوجِبَاتِ رحمتِك، وعَزَائِمَ مغفرتِك، والغَنِيمةَ من كلِّ برٍّ، والسلامةَ من كل إثمٍ، والفوزَ بالجَنَّةِ، والنجاةَ مِنَ النار.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট তোমার রহমতের কারণসমূহ, তোমার ক্ষমালাভের দৃঢ় ইচ্ছা, প্রত্যেক সৎকাজের গণিমত এবং পাপকাজ হতে নিরাপত্তা, জান্নাত লাভের সৌভাগ্য এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা করছি।

اللّٰهُمَّ لا تَدَعْ لَنا ذَنْبًا إلا غَفَرتَه، ولا عَيبا إلا سَترته، ولا هَمًّا إلا فرَّجْتَه، ولا دَيْنا إلا قَضَيْتَه، ولا حاجةً من حَوائِج الدنيا والآخرة هي لك رِضى ولنا صلاحٌ إلا قضَيْتَها يا أرحم الرَّاحِمِين.

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের সর্বপ্রকার অপরাধ

মার্জনা কর। সর্বপ্রকার দোষত্রুটি গোপন কর। সকল দুশ্চিন্তা অপসারিত কর। সকল ঋণ পরিশোধ করে দাও। দুনিয়া ও আখিরাতের সব প্রয়োজন পূর্ন কর, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক এবং যার মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে হে পরম দয়ালু !

اللّٰهُمَّ إني أسألك رحمةً من عنْدك، تَهدي بِها قلبي، وتَجمع بها أمري، وتلم بها شَعْثِي، وتَحْفَظُ بها غائِبِي وتَرْفَعُ بها شَاهِدي، وتُبَيِّضَ بِها وَجْهِي، وتُزَكِّي بِها عَمَلِي، وتُلْهِمُنِي بِها رُشْدي، وتردُّ بها الفِتَنَ عَنِّي، وتَعْصِمُنِي بِها مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট এমন রহমত যাচঞা করছি যদ্বারা আমার হৃদয় সৎপথে পরিচালিত হয়, আমার কার্যাদি যথাযথভাবে

সুসম্পন্ন হয়, অন্তরের অশান্তি বিদূরীত হয়, গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকে, লোকসমাজে মান উন্নত হয়, আমার চেহারা উজ্জল হয়, আমার আমল নিষ্কলুষ হয়, আমি সুপথের দিশারী হতে পারি। আমার থেকে ফেতনা ফাসাদ দূরে থাকে এবং সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।

اللّٰهُمَّ إني أسْألُك الفَوْزَ يَوْمَ الْقَضَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاء، ومَنْـزِلَ الشُّهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةِ الأَنْبِيَاء، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاء.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট শেষ বিচার দিনের সফলতা, সুখী সজ্জনের ন্যায় জীবন যাপন, শহীদদের মর্যাদা, নবীদের সাহচর্য এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করছি।

اللّٰهُمَّ إني أسألك صحةً في إيمان، وإيماناً في حُسْنِ خُلُقٍ، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا.

হে আল্লাহ্ ! তোমার নিকট আমি ঈমানের নিষ্কলুষতা প্রার্থনা করছি। আর এমন চরিত্র কামনা করি যার ভেতর ঈমানের প্রভাব কার্যকরী থাকবে এবং এমন সাফল্য আশা করি যদ্বারা পরকালে মুক্তি পেতে পারি। আর তোমার রহমত, বরকত, ক্ষমা ও মাগফিরাত এবং সন্তুষ্টি কামনা করছি।

اللهم إني أسألك الصحة والعفة، وحسن الخلق والرضاء بالقدر.

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, উত্তম চরিত্র এবং ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মনোবল কামনা করছি।

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

হে আল্লাহ্ ! আমি আমার অন্তরের অপকারিতা এবং

পৃথিবীর বুকে চলমান জীবজন্তু – যাদের ভাগ্যরাশি তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে তাদের অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সহজ সরল পথে রয়েছেন।

اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، والمستغيث المستجير، والوَجِل الْمُشْفِق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وابْتَهِلُ إلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْل، وأدعوك دعاء الخائف الضَّرِيْر، دعاءَ من خَضَعَتْ لك رَقَبَتُهُ، وَذَلَّ لك جِسْمُه، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ.

হে আল্লাহ্ ! অবশ্যই তুমি আমার বক্তব্য শুনছো, আমার অবস্থান অবলোকন করছো, আমার প্রকাশ্য

# دليل الحاج والمعتمر

## وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم


تأليف

هيئة التوعية الإسلامية في الحج

اعتماد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

وسماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله


**(باللغة البنغالية)**

١٤٢٨هـ

تأليف

هيئة التوعية الإسلامية في الحج

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وسماحة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله

باللغة البنغالية

وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي
ص.ب ٦١٨٤٣ الرياض ١١٥٧٥ - هاتف : ٤٧٣٦٩٩٩ - فاكس: ٤٧٣٧٩٩٩
www.al-islam.com www.qurancomplex.org